গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
website: www.asp.gov.bd
Email: stdaids2008@gmail.com

স্মারক নং: ডিজিএইচএস/এইডস/এসটিডি/২০২১/..... তারিখ: ০১/১২/২০২১ খ্রি:

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস। এইডস এর সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য **"সমতার বাংলাদেশ, এইডস ও অতিমারী হবে শেষ"**। (End Inequalities. End AIDS. End Pandemics.)।

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এএসপি) দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ঢাকায় বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস), মহাখালীতে আয়োজন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান। সকাল ৯:৩০ টায় বিসিপিএস এর সামনে স্ট্যান্ডিং র‍্যালী এবং সকাল ১১:০০ টায় বিসিপিএস অডিটোরিয়ামে হবে জাতীয় সেমিনার/আলোচনা সভা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব আলী নূর, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) সভাপতি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ বারদান জুং রানা, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম, পরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) ও লাইন ডাইরেক্টও টিবি-লেপ্রোসী ও এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম। স্বাগত ভাষণ প্রদান করবেন জনাব সৈয়দ মজিবুল হক, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম।

এছাড়া দেশব্যাপী সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল এবং সিভিল সার্জন কার্যালয়ে বিশ্ব এইডস দিবসের কর্মসূচি পালিত হবে।

বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি সনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে। বাংলাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ০.০১% নিচে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সংক্রমণ কিছুটা বেশি। দেশে সম্ভাব্য এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ১৪০০০।
দেশে গত ১ বছরে (নভেম্বর ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২১) নতুন করে এইচআইভি আক্রান্ত সনাক্ত হয়েছেন ৭২৯ জন। এর মধ্যে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার জনগোষ্ঠী (রোহিঙ্গা) ১৮৮ জন। গত ১ বছরে ২০৫ জন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি মারা গেছেন। ১৯৮৯ সাল থেকে এপর্যন্ত মোট এইচআইভি আক্রান্ত সনাক্ত হয়েছেন ৮৭৬১ জন এবং মোট মারা গেছেন ১৫৮৮ জন। দেশে গত ১ বছরে মোট এইচআইভি টেস্ট হয়েছে ৬২৮৩১২ জন। এছাড়া ব্লাড স্ক্রীনিং করা হয়েছে আরও ৬৬২৭৫৭ জনের।
গত ১ বছরে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ জনগোষ্ঠী ১৮৬ জন (২৬%), রোহিঙ্গা ১৮৮ জন (২৬%), বিদেশ ফেরত প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্য ১৪৪ জন (২০%), ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণকারী ৬১ জন (৮%), নারী যৌনকর্মী ১৭ জন (২%), সমকামী ৬৭ জন (৯%), পুরুষ যৌনকর্মী ৫৩ জন (৭%), ট্রান্সজেন্ডার ১৩ জন (২%)।
গত ১ বছরে আক্রান্ত ৭২৯ জনের মধ্যে চিকিৎসা সেবার (এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি) আওতায় এসেছেন ৬৪২ জন। এইচআইভি টেস্টিং এবং চিকিৎসা (এন্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগ) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিচ্ছে সরকার। দেশব্যাপী ১১টি সরকারি হাসপাতাল থেকে এইডস আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা (এআরভি) পাচ্ছেন। এছাড়া দেশব্যাপী ২৮টি সরকারি হাসপাতালের এইচআইভি টেস্টিং সেন্টার থেকে বিনামূল্যে এইচআইভি টেস্ট করা হচ্ছে। এসব এইচআইভি টেস্টিং সেন্টারে যেকোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এইচআইভি টেস্ট করতে পারেন।

বাংলাদেশে সম্ভাব্য এইচআইভি আক্রান্ত ১৪০০০ ব্যক্তির মধ্যে ৬৩ শতাংশ তাদের এইচআইভি স্ট্যাটাস জানেন। যারা তাদের এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার তথ্য জানেন তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ চিকিৎসা সেবার (এআরটি) আওতায় আছেন। যারা চিকিৎসা (এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি) নিচ্ছেন তাদের ৯৩ শতাংশের ভাইরাল লোড নিয়ন্ত্রণে আছে। এছাড়া ইউনিসেফের সহায়তায় মা হতে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ (Prevention of Mother to Child Transmission -PMTCT) কার্যক্রম ১৩টি সরকারি হাসপাতালে চালু আছে। পিএমটিসিটি কার্যক্রমের আওতায় গত ১ বছরে এইচআইভি টেস্ট হয়েছে ১১৩২১৯ জন। ১ বছরে ২১ জন গর্ভবতী নারী এইচআইভি পজিটিভ সনাক্ত হয়েছেন। পুরাতন ও নতুন মিলিয়ে ১ বছরে ৭২ জন পিএমটিসিটি সেবা নিচ্ছেন। এআরটি নিচ্ছেন ৭২ জন গর্ভবতী নারী। গত ১ বছরে যেসব গর্ভবতী মা এআরটি নিচ্ছেন তাদের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৩ জন শিশু জন্ম দিয়েছেন। এই ৫৩ জনের মধ্যে ৪৩ জন শিশু এইচআইভি নেগেটিভ। বাকি শিশুদের পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। এইচআইভি পজিটিভ গর্ভবতী মা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এআরটি গ্রহণ শুরু করলে তিনি এইচআইভি নেগোটিভ শিশুর জন্ম দিতে পারেন। বাংলাদেশ পিএমটিসিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে।

এছাড়া শিরায় মাদক গ্রহণকারী, নারী যৌনকর্মী, পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়া সহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে দেশব্যাপী ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) এর মাধ্যমে এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান রেখেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম। এছাড়া টিভিসি, ডকুমেন্টারি সহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ চলমান আছে। পুলিশ ও কারাগারে এইচআইভি টেস্টিং কার্যক্রম অচিরেই শুরু হচ্ছে। ভবিষ্যতে এইচআইভি টেস্টিং কার্যক্রম সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল সদর হাসপাতালে সম্প্রসারণ করা হবে। বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের এইচআইভি টেস্টিং এর আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হবে।

ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
পরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) ও
লাইন ডাইরেক্টর,
টিবি-লেপ্রোসী এন্ড এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।